বিগত ২ মে, ২০২৫ বিটিআরসিতে এক কনফারেন্সে বাংলাদেশের ইন্টারনেটকে বিশ্বের মাঝে সর্বনিকৃষ্ট হিসেবে অ্যাখ্যায়িত করা হয়। আপনারা জানেন, বিটিআরসি এবং ডাক টেলিযোগাযোগ বিভাগ বর্তমানে একটি নতুন প্রজন্মের টেলিকম লাইসেন্স পলিসি নিয়ে কাজ করছে, যা আন্তর্জাতিক টেলিযোগাযোগ ইউনিয়ন ITU এবং জিএসএমএ-সহ প্রত্যেক আন্তর্জাতিক টেলিযোগাযোগ সংস্থার প্রধানতম নির্দেশনা। এখানে বিশ্বে অপ্রচলিত এরকম লাইসেন্সসমূহকে ডিসকন্টিনিউ করার এবং বাংলাদেশের টেলিযোগাযোগ লাইসেন্সকে আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করার একটা চেষ্টা হচ্ছে। এরপর থেকেই, কতিপয় মিডিয়া এবং স্বার্থান্বেষী কমিউনিকেশন মাফিয়াদের রোষানলে পড়েছি।

বিগত সরকারের নেতৃত্বে বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (বিটিআরসি) ২০১০ সালে আন্তর্জাতিক লং ডিসট্যান্স টেলিকমিউনিকেশন সার্ভিসেস (আইএলডিটিএস) নীতি চালু করে। এই নীতি মোবাইল নেটওয়ার্ক অপারেটরদের (এমএনও) কার্যক্রমের সুযোগকে ব্যাপকভাবে সীমিত করে। তৎকালীন আওয়ামী সরকার মূলত রাজনৈতিক ও ব্যবসায়িক স্বার্থসংশ্লিষ্ট কোম্পানিগুলোকে একের পর এক লাইসেন্স প্রদান করে, যারা এখনও সক্রিয় রয়েছে।

টেলিকম পলিসিতে কী আছে?

সম্প্রতি ‘টেলিকম নেটওয়ার্ক ও লাইসেন্সিং রিফর্ম পলিসি-২০২৫' নিয়ে কিছু প্রশ্ন এসেছে। নতুন খসড়ায় সেগুলোর সুস্পষ্ট উত্তর রয়েছে। যেমন, এসএমই’দের (ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তা) প্রটেকশন করা, আইএসপিদের যথাসম্ভব ডিরেগুলেট (নিয়ন্ত্রণমুক্ত) করে লাইট টাচ লাইসেন্সের আওতায় নিয়ে আসা হচ্ছে। আমরা তাদেরকে (আইএসপি) পুরোপুরি ডিরেগুলেট (নিয়ন্ত্রণমুক্ত) চেয়েছিলাম, কিন্তু তারাই (আইএসপি) আবার এটা চাচ্ছে না। কারণ, তারা (আইএসপি) লাইসেন্সের বিপরীতে ব্যাংক থেকে ঋণের সুবিধাটা পেতে চায়। সেজন্য তারা পুরোপুরি ডিরেগুলেট হতে চায় না। তাদের অনুরোধেই আমরা একটা লাইট টাচ লাইসেন্সের আওতায়

তাদের এনেছি। এছাড়া, ডেটা সেন্টার, ক্লাউড পলিসি থেকে শুরু করে বিভিন্ন বিষয়ে আমরা ডিরেগুলেশনে গিয়েছি।

আমরা সার্ভিস লেয়ারে, ন্যাশনাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার লেয়ারে, ইন্টারন্যাশনাল লেয়ারে- সবখানেই তাদের বড় ধরনের ক্যাপিং করার চেষ্টা করেছি। যেমন, ইন্টারন্যাশনাল লেয়ারে বলেছি তারা সর্বোচ্চ ৪৯ শতাংশ মালিকানা রাখতে পারবে। ন্যাশনাল লেয়ারে বলা হয়েছে, তারা সর্বোচ্চ ৫৫ থেকে ৬০ শতাংশ মালিকানা রাখতে পারবে, এটা এখনও নেগোশিয়েবল। আমরা ৫৫ শতাংশ প্রস্তাব করেছি, বিদেশিরা আরও বাড়ানোর জন্য পুশ করছে। আপনারা জানেন, দুটো অপারেটর হান্ড্রেড পার্সেন্ট বিদেশি হওয়া সত্ত্বেও আমরা সেখানে বলেছি, ৮০ শতাংশের বেশি মালিকানা রাখতে পারবে না বিদেশিরা।

ICX স্তর না থাকার কারণে গ্রাহকের খরচ কমবে কি না?

ডেটা স্ট্রাকচারের অনেকগুলো স্তরে সামান্য বিনিয়োগ করে, সামান্য ভ্যালু অ্যাডিশন করে যারা অনেক অর্থ হাতিয়ে নিচ্ছিল, তাদেরকে আমরা বাদ দেয়ার বিবেচনা করছি। অর্থাৎ, সামান্য কিছু টাকার ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেপ্লয় করে যারা অনেক টাকা সরিয়ে নিচ্ছিল এই খাত থেকে, আমরা সেই লাইসেন্সগুলো যৌক্তিকভাবে রিমুভ করার চেষ্টা করেছি।

বাংলাদেশে যে পলিসি আছে এ ধরনের পলিসি বিশ্বের কোথাও নেই। ICX নামে যে লাইসেন্সগুলো আছে বা নিক্স নামে একটা লাইসেন্স আছে, এই ধরনের লাইসেন্স বিশ্বের কোথাও নেই। এগুলো হয়েছে ২০০৭-২০০৮ সময়ে বিটিআরসির মনিটরিংয়ের অক্ষমতা ছিল, সেই কারণে কোম্পানিগুলো চুরি-জালিয়াতি করেছে।

সেগুলোকে অজুহাত করে কয়েক কোটি টাকার যন্ত্রপাতি স্থাপন করে কয়েকশ কোটি টাকা হাতিয়ে নেওয়া হয়েছে। সে ধরনের স্তরগুলো যারা কোনো ভ্যালু অ্যাড করে না, তাদের সরিয়ে দিয়ে আমরা লাইসেন্সিং স্ট্রাকচারটা আধুনিক করছি।

ICX স্তর থাকার জন্য গ্রাহকের প্রতি কলে প্রতি মিনিটে ৫ পয়সা করে খরচ বেড়ে যায়। আমরা MNO দের অনুরোধ জানাব যেন তারা গ্রাহকের কলের রেট এডজাস্ট করেন। কারণ Supply - Demand কার্ভ Economics এর একটি বেসিক 'Law' । এভাবে আমরা টেলিকম পলিসি ২০২৫ এর মাধ্যমে প্রতিটি স্তরের সুবিধা গ্রাহকদের কাছে দৃশ্যমান করতে চাই।

আমরা আশা করছি যে, এই পলিসি টেলিকম সেবার মানোন্নয়নের পাশাপাশি ব্যবসা বান্ধব পরিবেশ তৈরি করবে যা আগামী বাংলাদেশের পথ চলা সুগম করবে। আগামী ১০ থেকে ১২ বছর এই লাইসেন্স পলিসিটা থেকে যেতে পারে বলে আমি আশাবাদী, সেজন্য আমরা মনে করি বিশ্বমানের একটা স্ট্রাকচার দরকার আছে।

আর ২০১৫ সাল থেকে আইটিইউ (আন্তর্জাতিক টেলিযোগাযোগ ইউনিয়ন) এবং জিএসএমএ (মোবাইল অপারেটরদের আন্তর্জাতিক প্লাটফর্ম) একটা সহজ লাইসেন্সিং ব্যবস্থা নিয়ে বাংলাদেশের সরকারকে ও নিয়ন্ত্রক সংস্থাকে চাপ দিচ্ছিল। কিন্তু আওয়ামী লীগ সরকার সেটা করেনি। যেহেতু আমাদের সংস্কারের মন মানসিকতা আছে, সেজন্য আমরা বিষয়টাতে গুরুত্ব দিচ্ছি। আওয়ামী লীগের নেতাদের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে রাজস্ব আয়ের উৎস থেকে লাভবান করাই ছিল এই পরিবর্তনের মূল লক্ষ্য।

লাইসেন্সিং ও টোল-ভিত্তিক অপারেটরদের সংখ্যা অস্বাভাবিক বৃদ্ধির কারণ কী এবং এতে কী ক্ষতি হয়েছে?

২০২৪ সাল নাগাদ বিটিআরসি প্রায় ২৯টি ভিন্ন ক্যাটাগরিতে আওয়ামী লীগের দলীয় লোকদের মোট ৩,৫৭৩ - এর মতো লাইসেন্স ইস্যু করে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল আইসিএক্স (ইন্টারকানেকশন এক্সচেঞ্জ), আইজিডব্লিউ (ইন্টারন্যাশনাল গেটওয়ে), আইওএফ (ইন্টারন্যাশনাল অরিজিনেশন ফাংশন), এনআইএক্স (ন্যাশনাল ইন্টারনেট এক্সচেঞ্জ) এবং আইআইজি (ইন্টারন্যাশনাল ইন্টারনেট গেটওয়ে) যেগুলো টেলিকম ইকো-সিস্টেমে প্রকৃত মূল্য সংযোজন না করে মূলত টোল কালেক্টর হিসেবে কাজ করেছে, যা বৈষম্যমূলক।

এই দলীয় অপারেটরদের অধিকাংশই, বিশেষত কিছু আইসিএক্স, আইজিডব্লিউ ও আইআইজি লাইসেন্সধারী, রাজস্ব সংগ্রহ ব্যবস্থার মাধ্যমে সরকারের ২,০০০ কোটিরও বেশি টাকা অনাদায়ী রেখে কোম্পানি বন্ধ করে চলে যায়। এই টোল কালেক্টিং, মধ্যস্বত্বভোগী বর্তমানে কোনো গুরুত্বপূর্ণ ভ্যালু অ্যাড করে না, বরং মাত্র ৫-১০ কোটি বিনিয়োগ করে শত কোটি টাকা হাতিয়ে নিয়ে গেছে। উদাহরণস্বরূপ, ICX ৩০০-৪০০ কোটি টাকা, IOF (IGW Operators Forum) জনসাধারণের অর্থের ৬৩১ কোটি টাকার MDS (Market Development Fee) সংগ্রহ করেছে, যার ৯৫% অর্থ Beximco Computers-এর মাধ্যমে লেনদেন হয়েছে। বিগত ৯ বছরের মধ্যে IOF'র মাধ্যমে ৮০০০ কোটি টাকার সম্ভাব্য তছরূপ হয়েছে। IGW/IOF সিন্ডিকেটের কারণে প্রতিমাসে মোবাইল অপারেটরদের ১৯ কোটি, ICX ১৬ কোটি, BTRC ৪৭ কোটি টাকা প্রতি মাসে ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে।

BTRC বিদ্যমান লাইসেন্সসমূহ ব্যবস্থাপনায় বকেয়া আদায়ের কৌশলগত অবস্থান কী নেওয়া হয়েছে?

ITC, IIG, IGW, ISP এদের সবার কাছে সরকারী ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে শত শত কোটি টাকা বকেয়া রয়েছে। তাদের মাঝে অনেকে ঋণখেলাপি। এ পরিস্থিতিতে BTRC এদের ওপর ৪টি বিধিনিষেধ আরোপ করেছে, এগুলো হলো:

১। শেয়ার হস্তান্তর করা;

২। মালিকানা পরিবর্তন;

৩। লাইসেন্স নবায়ন; এবং

৪। নাম পরিবর্তন।

এই নিষেধাজ্ঞা থেকে উত্তরণ পেতে চাইলে, নতুন নিয়মে বলা হয়েছে; ৫০% বকেয়া এককালীন পরিশোধ করে, ৬-১২ মাসের মাঝে অবশিষ্ট অংশ পরিশোধ করার লিখিত হলফনামা দিতে হবে।

IOF (আইওএফ) কীভাবে লুটপাট তন্ত্র কায়েম করেছিল?

২০১৩ সালে আন্তর্জাতিক কল টার্মিনেশন নিয়ন্ত্রণ করার জন্য সালমান এফ রহমানের নেতৃত্বে সাতটি আইজিডব্লিউ অপারেটর 'আইওএফ' (IGW Operators Forum) নামে একটি কার্টেল গঠন করে। আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে, তৎকালীন সময়ে BTRC এবং ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ IOF কে বৈধতা দিতে IOF এর পরীক্ষামূলক কার্যক্রম চালু রাখে, যা প্রায় ১২ বছর ব্যাপী পরীক্ষামূলকই ছিল। মোবাইল অপারেটরদেরকে সরাসরি আন্তর্জাতিক কল আনতে নিষিদ্ধ করা হয়, যেখানে আইওএফগুলি প্রতি মিনিটে ০.০৩ ডলারে কল টার্মিনেট করলেও রাজস্ব ঘোষণা করত মাত্র ০.০০৬ ডলার। ২০২৪ সাল নাগাদ প্রকৃত টার্মিনেশন রেট ০.০০১ ডলারে নেমে এলেও আইওএফগুলি প্রতি মিনিটে মাত্র ০.০০০৪ ডলারই ঘোষণা করতে থাকে। এই ব্যবধান গত ১২ বছরে সরকারের ৮,০০০ কোটি টাকারও বেশি রাজস্ব ক্ষতির কারণ হয়েছে। এ বিপুল পরিমাণ রাজস্ব ক্ষতির পুরোটাই সালমান এফ রহমান গংদের পকেটে ঢুকেছে।

এ সংক্রান্ত কী কী ধরনের সংস্কার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে?

আগস্ট ২০২৪-এ আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর টেলিকম খাত-কে দুর্নীতি ও ফ্যাসিস্ট-এর দোসর মুক্ত করে ভবিষ্যৎ উপযোগী করতে বিটিআরসি লাইসেন্সিং ফ্রেমওয়ার্ক সংস্কার শুরু করে। আওয়ামী সরকার পরিবর্তনের ৭ মাস পরে চাপের মুখে বিটিআরসি আইওএফ কার্টেল ভেঙে দেয় এবং ঘোষণা করে যে এখন থেকে সব আইজিডব্লিউকে আইওএফ হিসেবে বিবেচনা করা হবে। পৃথিবীর কোথাও এই IOF মডেল চালু নেই।

ICX কি টেলিকমের রেভিনিউ অসমভাবে (Disproportionate) নিয়ে যাচ্ছে কি না?

ICX মালিকরা বলেন যে, তারা ৫০% রেভেনিউ দেয়। কিন্তু তারা যেহেতু উল্লেখযোগ্য ভ্যালু অ্যাড করে না, তাই তার ৯৫% রেভেনিউ শেয়ার করার কথা। তা না দিয়ে, উল্টো তারা ৫০% রেভিনিউ মার্কেট থেকে তুলে নিয়ে যায়। যা ভয়েস এবং ডেটা কলের কাস্টমারের ওপর বোঝা স্বরূপ। নতুন পলিসিতে এরূপ মধ্যস্বত্বভোগীকে সুযোগ দেওয়া হবে না মর্মে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

লাইসেন্স রিফর্ম এর আওতায়, বিটিআরসি আরও ঘোষণা করে যে ২০২৭ সালে মেয়াদ শেষ হওয়ার পর আইসিএক্স ও আইজিডব্লিউ লাইসেন্স নবায়ন করা হবে না, যার মাধ্যমে টেলিকম ভ্যালু চেইন থেকে এই স্তরগুলো পর্যায়ক্রমে বিলুপ্ত হবে। এসব পদক্ষেপ আওয়ামী সরকারের সুবিধাভোগী স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীর নানাবিধ বিরোধিতার মুখে পড়ে

এক, স্বৈরাচারের দোসররা সিন্ডিকেট করে রেখেছে যা ভাঙতে দিচ্ছে না।

দুই, নতুন কোনো ব্যবসায়ীকে তারা টেলিকম ব্যবসায় আসতে দিতে চায় না।

বাংলাদেশের ইন্টারনেট গ্রোথ এর রূপরেখা কীরূপ হতে পারে?

আপনারা জানেন বর্তমানে বাংলাদেশের Internet Penetration Rate মাত্র ৩০%, যেখানে উন্নত দেশগুলোতে এই হার ৮০-৯০% । ইন্টারনেট ব্যবহারের বৃদ্ধির ক্ষেত্রে গ্লোবাল গড় বার্ষিক প্রবৃদ্ধি হার (CAGR) প্রায় ২৮%, এশিয়ায় ৩২%, এবং দক্ষিণ এশিয়ায় এই হার ৩৫% বা তার বেশি। যদি বাংলাদেশে গড় ২৮% হারে প্রবৃদ্ধি ধরে নেয়া হয়, তবে আগামী ১০ বছরে ব্যবহারের পরিমাণ দাঁড়াতে পারে প্রায় ৮০ টেরা বিটস পার সেকেন্ড (Tbps)। আর যদি আফ্রিকা ও অন্যান্য কম পেনিট্রেশনবিশিষ্ট দেশগুলোর মতো ৪৫% হারে প্রবৃদ্ধি ঘটে (যা কোভিড-পরবর্তী বাস্তবতায় দেখা গেছে), তবে ব্যবহার পৌঁছাতে পারে ২০০ Tbps | Digital Content Cache এবং ডিজিটাল পরিসেবার প্রসার এই প্রবৃদ্ধিকে আরও ত্বরান্বিত করবে। সেক্ষেত্রে, বর্তমানে প্রয়োজনীয় সক্ষমতা বৃদ্ধি না করলে, এবং আগামী ৫–৬ বছরের মধ্যে নতুন করে অবকাঠামোগত বিনিয়োগের প্রয়োজন হলে, সরকারের ব্যয় কয়েকগুণ বেড়ে যাওয়ার ঝুঁকি থাকবে।

সম্প্রতি এখনকার বেইজলাইন হিসেবে ৭–৮ Tbps ব্যবহারের যে তথ্য উপস্থাপন করা হচ্ছে,তা ভুল ধারণা দিতে পারে। কারণ, এতে শুধুমাত্র International Internet Bandwidth (Uplink) হিসেব করা হয়েছে, অথচ দেশের অভ্যন্তরীণ বিপুল Content Cache যা এর প্রায়

৪ গুণ পর্যন্ত এখনই আমরা দেখতে পারি (Caching Efficiency ৭৮%) । এছাড়াও Inter Cluser / Zone Bandwidth অন্তর্ভুক্ত করতেই হয় সিস্টেম ডিজাইনের সময় যেহেতু টেলিকম পরিসেবায় নাগরিকের Usage Pattern তাদের উপরই নির্ভর করে। এই নির্ভরতাকে সাপোর্ট দিতে হলে যথেষ্ট পরিমাণে সিস্টেম ক্যাপাসিটি নিশ্চিত করতে হয় অন্যথা তা গ্রেড অফ সার্ভিস (GoS), কোয়ালিটি অফ সার্ভিস (QoS), এবং সার্ভিস KQI কে ব্যহত করবে। এটি টেলিকমের প্লানিং এর একটি অন্যতম দিক যেন যেকেউ যেকোনো পরিস্থিতিতেই মানসম্পন্ন সেবা প্রদানে সচেষ্ট থাকে।

5G পরিসেবার প্রধানতম টেকনিক্যাল ফ্যাক্টরসমূহ কী কী?

অধিকন্তু, 5G সম্প্রসারণের মাধ্যমে নাগরিকদের এই Usage Pattern কয়েকগুণ উন্নীত হবে যেমনটা আমরা দেখেছিলাম 2G থেকে 4G তে সেবা দেয়ার সময়। টেকনোলজির আপগ্রেডেশনের সাথে সাথে Bandwidth ছাড়াও আমাদের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি প্যারামিটার Latency এর দিকেও মনোযোগী হতে হয়। 5G পরিসেবায় মিলিসেকেন্ড (১ সেকেন্ডের ১০০০ ভাগের এক ভাগ) লেভেলের Latency এর জন্যই আপনারা Mission Critical Usage, যেমন রোবোটিক সার্জারী, Driverless Vehicles, Port Management, IoT, ইত্যাদি নানান Innovation এর উপযুক্ত ক্ষেত্র হিসেবে পেতে পারেন। সুতরাং 5G পরিসেবার ক্ষেত্রে আমরা যত Innovative হব ততই এর Usage বাড়বে।

5G সম্প্রসারণে বিশেষজ্ঞ প্রতিষ্ঠানের মতামত কী?

ঠিক একই নীতি অনুসরণ করে BUET এর বিশেষজ্ঞ টিম ২০২১ সালে প্রণীত BTCL এর 5G প্রজেক্টের একটি সমীক্ষায় মতামত প্রদান করেন যে শুধুমাত্র International Internet Bandwidth যদি ২৬ Tbps হয় তবে Content Cache এবং Inter Cluser / Zone

Bandwidth সামলে নিতেই সিস্টেমের লাইন ক্যাপাসিটি ১২৬ Tbps প্রয়োজন হবে যা টেন্ডারের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি Dimensioning.

এই বিষয়টি নতুন নয়, বরং এ পর্যন্ত এ ধরণের যত প্রজেক্ট হয়েছে সেগুলোতে সিস্টেম ডাইমেনশনের ক্ষেত্রে এই নীতি অনুসরণ করা হয়। একটি পূর্ণাঙ্গ নেটওয়ার্ক তৈরি করতে গেলে Uplink যেমন গুরুত্বপূর্ণ তেমনি Cross- Cluster Traffic, Content Cache ইত্যাদিও সম গুরুত্বপূর্ণ। যেহেতু, এগুলো অত্যন্ত টেকনিক্যাল এবং এক্সপার্টাইজ না হলে তা অনুধাবন করা কষ্টকর সেহেতু আমরা এগুলো Engineering Parameters হিসেবে বিবেচনা করে থাকি যা বিশেষজ্ঞ ছাড়া জনসাধারণের জন্য বোধগম্য করা কঠিন।

তাই সম্প্রতি ২৬ Tbps না 126 Tbps নিয়ে বিতর্ক করাটা সময় ক্ষেপণের নামান্তর মাত্র। দুটোই সঠিক - একটি End User Granular Internet Traffic অন্যটি অন্যান্য সমস্ত ট্রাফিক পর্যালোচনা করে প্রয়োজনীয় সিস্টেম Capacity। এখানে Scale Factor বলেও একটি Parameter থাকে যা সাধারণত OEM এর Products এর Common Settings। যেমন একটি লাইন কার্ড ১০০ জিবিপিএস পর্যন্ত ক্যাপাসিটি হলে তা ৬০% utilization এ স্টান্ডার্ড অপারেটিং গাইডলাইন দেয়া হয়ে থাকে। এই মানদন্ড মেনে চললে Device টি বেস্ট পারফর্ম করতে পারবে।

অতিসম্প্রতি একটি পত্রিকায় DO Letter দিয়ে দুদকের তদন্ত থামিয়ে দেয়ার চেষ্টা করা হয়েছে বলে একটি রিপোর্ট ছাপা হয়েছে। বিষয়টি আদৌ সত্য নয়। মুলত সেই DO Letter দিয়ে দুদকের আন্তরিক সহোযোগিতা কামনা করা হয়েছে।

ফাইবার অবকাঠামোতে একচেটিয়া অধিকার বা মনোপলি বন্ধ হবে কি না?

২০১০ সালে মোবাইল অপারেটরদের অপটিক্যাল ফাইবার নেটওয়ার্ক স্থাপন নিষিদ্ধ করা হয়। পরিবর্তে ফাইবার লাইসেন্স একচেটিয়া ও পক্ষপাতমূলকভাবে দুইটি কোম্পানিকে দেওয়া হয়, যা

দেশের মূল ইন্টারনেট অবকাঠামোতে একটি দ্বৈত একচেটিয়া মনোপলি বাজার ব্যবস্থা সৃষ্টি করে। নতুন পলিসি অনুমোদন হলে মনোপলি মার্কেট বন্ধ হয়ে যাবে।

যদিও বিটিসিএল, বাংলাদেশ রেলওয়ে ও পিজিসিবি সীমিত বিকল্প প্রদান করত, তবে এই সরকারি সংস্থাগুলো প্রভাবশালী এনটিটিএন অপারেটরদের চাপের মুখে থাকত। তাদের নিজেদের ফাইবার কাঠামোর ব্যাপ্তি ঘটাতে দেয়া হয় নি।

প্রায় ২১০০ কোটি টাকার "ইনফো সরকার III" প্রকল্পের অধীনে জাতীয় ফাইবার রোলআউট মূলত তারা আওয়ামী লীগের সাহায্যে কুক্ষিগত করে, যার বেশিরভাগ অবকাঠামো কার্যত দুইজনের দ্বারা বেসরকারিকরণ করা হয়। প্রকল্প বাস্তবায়নে মাঠ পর্যায়ে যাদের ট্রেনিং দিয়ে তৈরি করার কথা, সেখানে ব্যাপক অনিয়ম ও প্রভাব বিস্তার করে একচেটিয়া অধিকার স্থাপন করা হয়েছে। এই কোম্পানিগুলো তাদের একচেটিয়া অধিকার ব্যবহার করে মোবাইল অপারেটরদের নেটওয়ার্ক অ্যাক্সেস ও মূল্য নিয়ন্ত্রণ করা শুরু করে। অবকাঠামো ব্যবহার করে প্রাপ্ত সমস্ত রেভিনিউ ও খরচ রিপোর্ট করার কথা থাকলেও তার যথাসম্মত কোনো প্রতিফলন নেই।

তাহলে সরকারের করণীয় কী হতে পারে?

দেশীয় ব্যবসায়ীদের সুরক্ষার নামে আমরা ফ্যাসিস্ট সরকারের আমলে পাওয়া লাইসেন্সধারীদের, বিশেষত ঋণখেলাপিদের ব্যবসা রাখার দায় নিবো না। তাদের বকেয়া না দিয়ে পালিয়ে যাওয়ার সুযোগ দিতে পারি না। তবে, কারও লাইসেন্স কেড়ে নেয়া হবে না। লাইফটাইম শেষে নতুন লাইসেন্স রেজিমে ব্যবসা করতে হলে নতুন বিনিয়োগ করে, নতুন লাইসেন্স করতে হবে।

অন্তর্বর্তী সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর বিটিআরসি একটি পুনর্গঠিত লাইসেন্সিং ব্যবস্থা চালুর জন্য এনটিটিএন (NTTN), আইএসপি (ISP), আইসিএক্স (ICX), আইজিডব্লিউ (IGW) ও আইআইজি (IIG) অপারেটরসহ সব স্টেকহোল্ডারদের সাথে পরামর্শ শুরু করে। প্রস্তাবিত সংস্কারে একটি সরলীকৃত তিন-স্তরের লাইসেন্সিং ফ্রেমওয়ার্ক চালু করার উদ্যোগ নেওয়া হয়, যা দক্ষতা ও প্রতিযোগিতা ফিরিয়ে আনতে সক্ষম।

মধ্যস্বত্বভোগীর সংখ্যা কমিয়ে (৬-৭ লেয়ার থেকে ৩ লেয়ারে নিয়ে আসা), এবং কর (duty) কমিয়ে ইন্টারনেটের দাম কমানোর সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে।

এছাড়া, এক্টিভ শেয়ারিং, সর্বনিম্ন কাভারেজের নির্দেশনা এবং পুরনো বহুস্তর বিশিষ্ট ব্যবস্হার পরিবর্তে সরলীকৃত লাইসেন্স, 5G সেবা প্রদানের জন্য অত্যাবশ্যকীয়।

BTRC লাইসেন্স রেজিম চেঞ্জে করণীয়-

১। টেলিকম পলিসি

২। টেলিকম এক্ট

৩। কোয়ালিটি অফ সার্ভিস

বর্তমান সংস্কার কী জনস্বার্থে করা হচ্ছে?

এটা আশ্চর্যের যে, বর্তমানের অনেকেই প্রস্তাবিত সংস্কারের বিরোধিতা করে পূর্বতন আওয়ামী লীগ সরকারের ব্যবসায়িক সুবিধাভোগীদের সাথে অজান্তেই একমত পোষণ করছে । এরা গত পনেরো বছরে হাজার হাজার কোটি টাকার দুর্নীতি করেছে এবং নিজেদের স্বার্থে বাংলাদেশকে একটি সত্যিকারে ডিজিটাল ইকোনমি হতে বাঁধার সৃষ্টি করছে। বর্তমান অবস্থান থেকে মনে হয়, তারা ভুল তথ্য বা প্ররোচনার শিকার হয়েছেন।

সাশ্রয়ী মূল্যের মোবাইল ইন্টারনেট ও প্রতিযোগিতামূলক ডিজিটাল ইকোসিস্টেম নিশ্চিত করতে বাংলাদেশের অবশ্যই জরুরি ভিত্তিতে লাইসেন্সিং ব্যবস্থা সংস্কার করতে হবে। অপ্রয়োজনীয় ও শোষণমূলক লাইসেন্সিং স্তর যেমন আইসিএক্স, আইজিডব্লিউ, আইআইজি, আইওএফ – বিলুপ্ত করতে হবে। এই সত্ত্বাগুলো অপ্রয়োজনীয় খরচের কেন্দ্র হিসেবে কাজ করে, যা শেষ পর্যন্ত মোবাইল গ্রাহক ও নাগরিকদের ওপর চাপ সৃষ্টি করে।

বাংলাদেশকে টেলিকম কানেকটিভিটি থেকে ডিজিটাল সার্ভিসভিত্তিক ট্রান্সফরমেশনে নিতে হবে। ইন্টারনেট সস্তা করা, জাতীয় ফাইবার উন্মুক্ত করা প্রয়োজন।

সত্যিকার সংস্কারের জন্য রাজনৈতিক সাহস, নিয়ন্ত্রণকারী স্বচ্ছতা ও জাতীয় স্বার্থে প্রতিশ্রুতি প্রয়োজন আওয়ামী স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীর জিম্মি দশা থেকে টেলিযোগাযোগ খাত কে অবমুক্ত করা জরুরি সে লক্ষ্যে এগিয়ে যাচ্ছে অন্তর্বর্তী সরকার।

BTRC, টেলিকম এর নিয়োগ, বদলিসহ যেকোন অনিয়ম নিয়ে অভিযোগ টেলিকম শ্বেতপত্রকে জানাতে পারেন। একইভাবে, বিগত সরকারের আমলে শুরু হওয়া আইসিটি ডিভিশনে কোন অনিয়ম কিংবা এর প্রকল্প সংক্রান্ত অভিযোগ আইসিটি শ্বেতপত্র কমিটিকে জানাবেন।

টেলিকম সংস্কারের এ কার্যক্রমকে সফল করতে গণমাধ্যমের সহযোগিতা প্রত্যাশা করছি।